বিজেএমসি বুলেটিন

অক্টোবর- নভেম্বর ২০১৪

যুক্তরাষ্ট্রে পাটের বাজার অন্বেষণে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীর আহ্বান

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, ১৩ই নভেম্বর ২০১৪ তারিখে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব মুহাঃ ইমাজ উদ্দিন প্রামানিক, এমপি এর উপস্থিতিতে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। কনস্যুলেট ভবনে আয়োজিত এই মতবিনিময় সভায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী আমেরিকান ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেন। মন্ত্রী পাটের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও অর্থনীতিতে পাটের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার পাটের বাজার সম্প্রসারণকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জনাব ইমাজ উদ্দিন প্রামানিক ব্যবসায়ীদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রে পাটজাত দ্রব্যের বাজার অন্বেষণের আহ্বান জানান। বাংলাদেশের পাটজাত দ্রব্য আন্তর্জাতিক মানের উল্লেখ করে তিনি ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের কাছে পাটজাত দ্রব্যের বিপণনের জন্য ব্যাপক প্রচার অভিযান পরিচালনারও আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, ক্রেতাদের মাঝে পরিবেশ দূষণ হ্রাসে পাটজাত পণ্যের কার্যকারীতা তুলে ধরতে পারলে যুক্তরাষ্ট্রে পাটজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

সরকারের পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী বাজার অন্বেষণের উদ্যোগের প্রতি ব্যবসায়ীদের ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্যে দিয়ে সভার পরিসমাপ্তি হয়। বস্ত্র ও পাট বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য বেগম সাবিনা আক্তার তুহিন এবং জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ডঃ আব্দুল মোমেন সভায় বক্তব্য রাখেন। প্রতিনিধি দলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বিজেএমসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। কনসাল জেনারেল জনাব শামীম আহসান, এনডিসি, সভা পরিচালনা করেন। উল্লেখ্য মাননীয় মন্ত্রী ১২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে সনস্যুলেট জেনারেল মিশন পরিদর্শন করেন এবং মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। সভায় উপস্থিত অতিথিগণকে ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশী খাবারে আপ্যায়িত করা হয়।

উল্লেখ্য, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব মুহাঃ ইমাজ উদ্দিন প্রামানিক, এমপি যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে পাট ও পাটজাতীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ৭ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন।

খুলনা অঞ্চলের মিলসমূহ পরিদর্শনে বিজেএমসির চেয়ারম্যান

খুলনা-যশোর অঞ্চলের ৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সরেজমিন পরিদর্শন করতে বিজেএমসির চেয়ারম্যান ২ দিনের সফরে গত রোববার ৩০-১১-১৪ তারিখ দুপুরে খুলনা অঞ্চলে যান। প্রথম দিন তিনি যশোরের জেজেআই ও কার্পেটিং জুট মিল পরিদর্শন করেন। রাতে খুলনা-যশোর অঞ্চলের ৯ পাটকলের প্রকল্প প্রধান, হিসাব প্রধান, পাট প্রধানসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্লাটিনামের গেস্ট হাউজে বৈঠকে বসেন। সোমবার সকালে তিনি প্লাটিনাম মিলের সিবিএর নবনির্বাচিত নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সকাল ১০টায় ক্রিসেন্ট জুট মিলের অফিসার্স ক্লাবে বিজেএমসির ৮ম ব্যাচের নিরাপত্তা প্রহরীদের প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করনে। পরে তিনি ৬০ জন নিরাপত্তা কর্মীর মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত তিনি ক্রিসেন্ট, প্লাটিনাম, খালিশপুর, দৌলতপুর ও স্টার জুট মিলের গেটে পৃথক পৃথক শ্রমিক সমাবেশে বক্তৃতা করেন। উক্ত সমাবেশে মিলের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকগণ উপস্থিত ছিলেন। দুপুর সাড়ে ৩টায় বিজেএমসির চেয়ারম্যান ঢাকার উদ্দেশে খুলনা ত্যাগ করেন।

গেট মিটিং এ বিজেএমসি-র চেয়ারম্যান

বিজেএমসির চেয়ারম্যান কর্তৃক খুলনা অঞ্চলের মিলসমূহ পরিদর্শন

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিজেএমসি ঃ

বিজেএমসি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানীকারক সংস্থা । আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুনগত মানের পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করে বিজেএমসি বেশ প্রশংসিত হয়েছে। বিজেএমসির নিয়ন্ত্রানাধীন মিলগুলি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার, হারিয়ে যাওয়া বাজার পুনরুদ্ধার ও রপ্তানী বৃদ্ধির প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত মেলাসহ বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে বিজেএমসি প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্বক অংশগ্রহণ করছে।

(ক) চীনের সাংহাই তে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার্ন এক্সপো ২০১৪ তে বিজেএমসি'র অংশগ্রহণ

সম্প্রতি চীনের সাংহাই এ ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার্ন এক্সপো ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। গত ২১ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত ছিল মেলার সময়। উক্ত মেলায় বিজেএমসি অংশগ্রহণ করে। মেলাতে মোট ৫২টি দেশ অংশগ্রহণ করে যেখানে ১৭টি প্যাভিলিয়নে প্রায় ২৫০০ টি স্টল ছিল। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্টস রিলেটেড একটি স্টল এবং বিজেএমসির ১টি স্টল ছিল। মেলাটি ছিল মূলত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য। অনেক বিদেশী ব্যবসায়ী আগ্রহের সাথে বিজেএমসির স্টল পরিদর্শন করে এবং আমাদের স্যাকিং, হেসিয়ান, সিবিসি ও ইয়ার্ন এর নমুনা সংগ্রহ পূর্বক পণ্য নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। মেলায় অংশগ্রহণের ফলে চীনের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এক সুসম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিজেএমসি চীনের বিশাল বাজারে অনুপ্রবেশ করেছে। গত বছরে চীনের বাজারে বিজেএমসি প্রায় ১১,৩৯৪ বেল পাট পণ্য রপ্তানী করেছে।

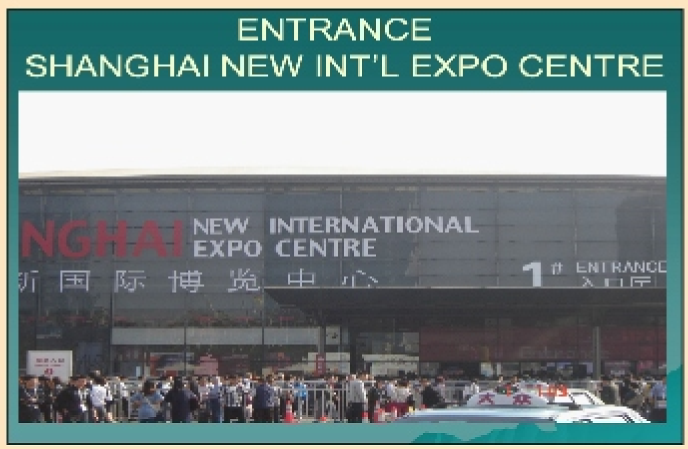

(খ) বাংলাদেশ জুট মিলস্ করপোরেশন থেকে বিজনেস প্রমোশনের লক্ষ্যে আট সদস্যের একটি দল গত ২৯ অক্টোবর,২০১৪ তারিখ চেংডু, চায়না গমন করে। দলটি "ওয়েষ্টার্ন চায়না ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার" এ ৩০ অক্টোবর,২০১৪ তারিখ হতে ০৩ নভেম্বর,২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলা সকল সাধারন ক্রেতাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। মেলায় খুচরা বিক্রেতা, পোষাক, ইলেকট্রনিক সামগ্রী, খাবার, কার্পেট, পাথরের তৈরী বিভিন্ন দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র, গহনা, বাচ্চাদের খেলনা থেকে শুরু করে গাড়ি, স্পীডবোট পর্যন্ত বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। ৫০০০ এরও অধিক সংখ্যক দোকান সেখানে অবস্থিত। চায়না ছাড়াও অন্যান্য অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, নেপাল, ভারত, কোরিয়া, মায়ানমার, লাওস, আফগানিস্তান অন্যতম। তবে বাংলাদেশ থেকে শুধুমাত্র বিজেএমসি অংশগ্রহণকারী ছিল।

চিনের সাথে বিজেএমসির সমঝোতা চুক্তি (MOU) স্বাক্ষর

গত ২২/০৮/১৪ তারিখ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মাহমুদা বেগমের সভাপতিত্বে বৈদেশিক অনুসন্ধান কমিটির ২২তম সভায় বিজেএমসির মিলসমূহের BMRE-করণ প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য চীন সরকারকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এতদউদ্দেশ্যে গণচীনের China Texmetch Co Ltd, China Hi-Tech Textile Design Institute Co Ltd and Wuhan Textile University এর Joint Venture Company এর সাথে ১৯-০৮-১৪ তারিখ বিজেএমসির একটি সমঝোতা চুক্তি (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল Pre-Feasibility Study করার জন্য ০২-১১-১৪ তারিখ থেকে ০৬-১২-১৪ তারিখ পর্যন্ত বিজেএমসির ২৪টি মিল সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন।

পরিচালক পদে বিজেএমসিতে যোগদান ঃ

গত ১৫-১০-২০১৪ তারিখ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম পরিচালক (অর্থ) পদে বিজেএমসিতে যোগদান করেন। তিনি অর্থনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি এস এস (অনার্স) এবং এম এস এস ডিগ্রী অর্জন করেন। বিজেএমসিতে আসার পূর্বে ২০০৯ সালে তিনি যুগ্ম সচিব হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ডারী এডুকেশনের কোয়ালিটি এবং এক্সেস এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্টের প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করতেন।

চাকুরী থেকে অবসর গ্রহন/পি আর এল সংক্রান্ত ঃ

জুলাই ও আগষ্ট ২০১৪ মাসে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়, জোনাল অফিস ও মিল হতে যে সকল কর্মকর্তা পি আর এল- এ গমন করেন তাদের নামের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	পদবী	কর্মস্থল	পিআরএল এর তারিখ
০১	মোঃ মনিরুল ইসলাম	প্রকৌশলী (পুর)	খালিশপুর	৯-১০-১৪
০২	মোঃ আজমল হোসেন খাঁন	ব্যবস্থাপক (যান্ত্রিক)	ক্রিসেন্ট	১৯-১০-১৪
০৩	কে এম তাহেরুল ইসলাম	উপ মহাব্যবস্থাপক (বিদ্যুৎ)	লতিফ বাওয়ানী	৩০-১০-১৪

০৪	মোঃ খুরশীদ আলম জাহাঙ্গীর	ব্যবস্থাপক (হিসাব)	লতিফ বাওয়ানী	৩০-১০-১৪
০৫	মোঃ রফিকুল হক	উপ ব্রবস্থাপক (মাণনিয়ন্ত্রণ)	গুল আহমেদ	৩০-১০-১৪
০৬	খলিলুর রহমান	ব্যবস্থাপক (হিসাব)	প্রধান কার্যালয়	৩০-১০-১৪
০৭	তপন কুমার বসু	সহ কিসাব কর্মকর্তা	বাংলাদেশ জুট	৩১-১০-১৪
০৮	জনাব পরিমল কান্তি দে	প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	গালফ্রা হাবিব	০৫/১১/২০১৪
০৯	জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ	উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব)	পাট বিভাগ, প্রধান কার্যালয়	০৭/১১/২০১৪
১০	জনাব এম,এ গফুর	সহ-প্রকৌশলী (পুর)	লতিফ বাওয়ানী জুট মিল	০৯/১১/২০১৪
১১	জনাব সমীর বিকাশ নাথ	উপ-ব্যবস্থাপক (ভান্ডার ক্রয়)	হাফিজ জুট মিল	২৩/১১/২০১৪
১২	জনাব মোক্তাদির রহমান	সহ-হিসাব কর্মকর্তা	রাজশাহী জুট মিল	৩০/১১/২০১৪
১৩	জনাব মোঃ মোদাচ্ছের আলী	প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়	৩০/১১/২০১৪
১৪	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম নুরী	উপ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)	জাতীয় জুট মিল	৩০/১১/২০১৪

শোক সংবাদ ঃ

(১) বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সাঃ সেবা) জনাব মোঃ নাসিমুল ইসলাম এর পিতা বার্ধক্যজনিত কারণে গত ২৬/১১/২০১৪ তারিখ আনুমানিক ভোর ৩.৪৫ টার সময় ঢাকাস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে............ রাজিউন)। তাঁর পিতার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের পক্ষ থেকে শোকস্তব্ধ হৃদয়ে মহান আল্লাহ পাকের নিকট মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

(২) বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের আওতাধীন আমিন জুট মিলস্ লিঃ এর ঝাড়ুদার, জনাব সুনীল চন্দ্র শীল (শ্রম ও কল্যান বিভাগ) গত ১৯/১০/২০১৪ তারিখ আনুমানিক সকাল ৯-৩০ ঘটিকায় সময় পরলোক গমন করেন এবং দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ এর শ্রমিক জনাব মানিক মোল্লা (গোডাউন হেলপার) টোকেন নং-৬১২ গত ২৬/১১/২০১৪ তারিখ কর্তব্যরত অবস্থায় দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে উক্ত তারিখ আনুমানিক ১১.৪৫ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে............ রাজিউন)। । জনাব সুনীল চন্দ্র শীল ০১/০২/১৯৮৮ তারিখে এবং জনাব মানিক মোল্লা ১৭/০৯/১৯৮৫ তারিখ এ সংস্থায় যোগদান করে অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন এবং বিজেএমসি'র উন্নয়নে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখেন। বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) এর একান্ত সুহৃদ তথা পাট পরিবারের অন্যতম সদস্য জনাব সুনীল চন্দ্র শীল এবং জনাব মানিক মোল্লা এর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের পক্ষ থেকে শোকস্তব্ধ হৃদয়ে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাদেঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

বিজেএমসির প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

বিজেএমসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঢাকায় এডভান্সড কম্পিউটার কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এলডিএ/ইউডিএ এবং এসিও/সহঃ ব্যবস্থাপক পর্যায়ে ২৪টি ব্যাচে ৪২৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন কম্পিউটার এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন না তাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ হস্তে পরিণত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিজেএমসি'র আওতাধীন চট্টগ্রামস্থ গুল আহমেদ জুট মিলস্ লিঃ এবং যশোরস্থ যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ চত্বরে একটি করে মোট ২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। উক্ত কেন্দ্রগুলিতে সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের তিন মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত কেন্দ্র দুটি হতে ৮৩১ জন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়

নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাগণকে স্ব স্ব কর্মস্থলে যোগদানের পূর্বে প্রধান কার্যালয়ে Orientation Training গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া, নিরাপত্তা প্রহরীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিজেএমসি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনার অধীনে ক্রিসেন্ট জুট মিলে নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৮টি কোর্সে ৪৩৮ জনকে নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিজেএমসি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, (গুল আহমেদ জুট মিলস্ লিঃ) চট্টগ্রামে মিলের লাইন সর্দার পর্যায়ের শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন ব্যাচে "প্রডাকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স" পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৬২২ জন শ্রমিককে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিজেএমসির বিভিন্ন পর্যায়ের ১৪৬৯ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক বিজেএমসির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ক্রিসেন্ট জুট মিলে নিরাপত্তা প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণরতদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ০৮জন প্রশিক্ষনার্থী কর্মকর্তা বিজেএমসি সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য ২০/১১/২০১৪ তারিখ বিজেএমসিতে আগমন করলে তাদেরকে বোর্ডকক্ষে সংস্থার চেয়ারম্যান মহোদয়সহ অন্যান্য পরিচালকগণ বিভিন্ন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করেন। অতঃপর তারা মিল সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য লতিফ বাওয়ানী জুট মিল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

আইডি গ্লোবাল এর প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান

গত ১৩-১১-২০১৪ তারিখ আইডি গ্লোবালের ৩ জন বিদেশী প্রতিনিধি (Mr, Aamir H. Butt, Director Marketing- ID Global Holding Pakistan; Mr. Douglas M. Barker, GM, ID Global Holding, Qatar- Australia; Ms. Michelle G. Row, Director Business Development, ID Global Holding, Qatar- British) এবং একজন বাংলাদেশী প্রতিনিধি (মি.এম. শফিকুর রহমান, ম্যানেজার অপারেশন, এস,কে,এ,ট্রেডার্স) এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র বোর্ড কক্ষে পাট সংক্রান্ত বিষয়ে দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উৎপাদন, গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিপণন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

রপ্তানী বিভাগীয় প্রধান ও বিপণন বিভাগীয় প্রধানদের সাথে মিটিং

গত ২০-১১-১৪ তারিখ সংস্থার পরিচালক (বিপনন) জনাব বাবুল চন্দ্র রায় এর সভাপতিত্বে বিজেএমসি প্রধান কার্যলয়ের বোর্ড কক্ষে বিপণন বিভাগের ৯৯১ তম "বিক্রয়, উৎপাদন ও রপ্তানী পর্যালোচনা সভা" অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সদর দপ্তর বিপণন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ঢাকা চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলের মিলসমূহের রপ্তানী বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় অভ্যন্তরীণ বাজার সহ আন্তর্জাতিক বাজারে মালামাল বিক্রয়ের বিষয়ে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং মালামাল বিক্রয়ের প্রচেষ্টা জোরদার করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। বিশেষ করে মালামালের গুনগত মান নিশ্চিতকরণসহ নির্ধারিত সময়ে গ্রাহকের কাছে মালামাল সরবরাহের বিষয় নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

মিলে উৎপাদিত পাটপণ্য

মিলে উৎপাদিত পাটপণ্য

ডিজিটাল বিজেএমসি

১। ওয়েব সাইট ঃ

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন এর একটি Dynamic ওয়েব সাইট (www.bjmc.gov.bd) রয়েছে যেখানে নিয়মিতভাবে সংস্থা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং প্রতিনিয়ত এ সংস্থার প্রচারণামূলক, দাপ্তরিক কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্যাদি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়।

২। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ঃ

বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটারে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ে জানুয়ারি/২০১৩ থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ১৩টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে এবং তাতে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪২৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে একটি ব্যাচে ২৬ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে।

৩। ইন্টারনেট সংযোগ ঃ

প্রধান কার্যালয় ও আওতাধীন ২৬টি মিলে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ফলে, বহিঃবিশ্বসহ সংস্থার অধীনস্থ প্রকল্পসমূহে অতি অল্পসময়ে ই-মেইল এর মাধ্যমে জরুরী তথ্যাদি আদান-প্রদান করা যায়। তাছাড়া এসএমএসের (SMS) মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রমকে আরও দ্রুত ও বেগবান করা হয়েছে।

৪। শ্রমিক মজুরী ঃ

নিজস্ব তৈরীকৃত সফট্ওয়্যার এর মাধ্যমে প্রতিটি মিলের শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মজুরী কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে, ফলে কর্মরত শ্রমিকদের নির্ভুলভাবে সাপ্তাহিক মজুরী ও অন্যান্য প্রাপ্য যথাসময়ে পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে।

৫। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ঃ

প্রধান কার্যালয় এবং প্রকল্পসমূহে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাসিক বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্য নিজস্ব তৈরীকৃত সফট্ওয়্যার এর মাধ্যমে অল্প সময়ে নির্ভুলভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে।

৬। স্টোর ইনভেন্টরী ঃ

নিজস্ব তৈরীকৃত স্টোর ইনভেন্টরী সফট্ওয়্যার এর মাধ্যমে প্রতিটি মিলের স্টোরের যাবতীয় কাজ কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে।

৭। পারসোনাল ডেটা সিট (পিডিএস) ঃ

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ ও দাপ্তরিক প্রয়োজনে ব্যবহারের নিমিত্তে নিজস্ব তৈরীকৃত সফট্ওয়্যারের (পিডিএস) মাধ্যমে একটি ডেটাবেস তৈরী করা হয়েছে।

৮। সিসিটিভি ক্যামেরা ঃ

সংস্থার প্রধান কার্যলয় ও ২টি মিলের সার্বিক নিরাপত্তা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য মিলে এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

৯। পাটক্রয় কার্যক্রম ঃ

বিজেএমসি'র পাটক্রয় কার্যক্রমকে Automation করার লক্ষ্যে লতিফ বাওয়ানী জুট মিলের মিল ঘাটের ক্রয় কেন্দ্র এবং এর আওতাধীন সকল পাটক্রয় কেন্দ্রে (মোট ১৮টি কেন্দ্রে) ম্যানুয়াল সিষ্টেমের পরিবর্তে Automation কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ বিজেএমসির মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক লতিফ বাওয়ানী জুট মিলের প্রধান কার্যালয়ে শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে এ কার্যক্রম (কম্পিউটারের সাহার্যে পাটক্রয়) শুরু হয়ে অদ্যবধি সফলভাবে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সকল পাটক্রয়কেন্দ্রে এ Automation কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। তাছাড়া, গুল আহমদ জুট মিলের মেকানিকাল Weight Machine কে ডিজিটালে রূপান্তর করে সফলভাবে পরিমাপের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সকল মিলে Digital Scale এর ব্যবস্থা করা হবে। সম্প্রতি ক্রিসেন্ট জুট মিল, আমিন জুট মিল ও রাজশাহী জুট মিলের পাটক্রয় কার্যক্রমকে Automation করার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। খুব শিগ্রই এ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

লতিফ বাওয়ানী জুট মিলে জুট পারচেজ অটোমেশন কার্যক্রমের উদ্বোধন

জুট পারচেজ অটোমেশন কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিজেএমসি'র সাফল্যঃ

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিজেএমসির সুনাম দীর্ঘদিনের/ বহুদিন পূর্ব হতেই বিজেএমসি বিভিন্ন ক্রীড়াদল জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ অর্জনের মাধ্যমে বিজেএমসির সুনাম বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিজেএমসির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথা বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণের ইচ্ছায় আবার বিজেএমসি বিভিন্ন খেলায় ফিরে আসে। বর্তমানে বিজেএমসি ফুটবল ও মহিলা ফুটবল, হ্যান্ডবলসহ মোট ১১টি ডিসিপ্লীনে অংশগ্রহণ করে সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

এশিয়ান গেমস্ এ বিজেএমসি ঃ

২১ থেকে ২৩ নভেম্বর ২০১৪ সময়ে ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ১৭ তম এশিয়ান গেমস্ এর সাইক্লিং প্রতিযেগিতায় বাংলাদেশ দল অংশগ্রহণ করে। উক্ত দলে বিজেএমসির পক্ষ থেকে ০৫ জন খেলোয়াড় ও ০১ জন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করে। সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দল ০১টি রোপ্য ও ০২টি তাম্র পদক লাভ করেন। উক্ত ০৩টি পদকের মধ্যে বিজেএমসির ফারজানা সুলতানা শিলা ০১টি রোপ্য পদক ও ০১টি তাম্য পদক লাভ করে বিজেএমসির মুখ উজ্জ্বল করেন।

পেছনের সারির শেষের জন বিজেএমসির শিলা

এশিয়ান গেমস্ এ অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষকদের মাঝে শিলা

জাতীয় অ্যাথলেটিক হওয়ার আগেই জিতেছিলেন আন্তর্জাতিক পুরস্কার

মুজিবর রহমান মল্লিক ১৯৮১ সালে বিজেএমসিতে সহকারী ম্যানেজার হিসাবে যোগদান করেন । কিন্তু খেলাটাই ছিল তার আসল কাজ । তিনি খেলায় অংশগ্রহণ করেন জাম্পার হিসাবে। জাতীয় অ্যাথলেটিক্স এর আগেই জিতেছিলেন আন্তর্জাতিক পুরস্কার । ১৯৮০ সালে তুরস্কে প্রথম ইসলামিক গেমসে অংশ নিয়ে ট্রিপল জাম্পে বোঞ্চ জিতেন। এরপর ১৯৮৩ সালে জাতীয় মিটে লং জাম্পে সোনা জয় শুরু করে টানা ৫ বছর সোনা জিতেন। ট্রিপল জাম্পেও তিনি ছিলেন ১৯৮৩ থেকে চ্যাম্পিয়ন ও ১৯৮৫ পর্যন্ত তার দখলেই ছিল জাতীয় অ্যাথলেটিক্স এর স্বর্ণ পদক। সাফ গেমসের ইতিহাসে ১৯৮৪ সালে প্রথম ২টি স্বর্ণ পদক জয়ী তিনিই । ১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২য় গেমস এ লং জাম্পে রৌপ পদক লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৩য় সাফ গেমস-এ ৪ X ১০০ মিঃ রিলে রেসে রৌপ পদক লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি কুয়েতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লংজাম্প ও ট্রিপল জাম্পে রৌপ পদক লাভ করেন। বর্তমানে জি এম (স্পোর্টস) হিসাবে তিনি বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত আছেন। তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্বমোট ২টি স্বর্ণপদক , ৪টি রুপা ও ১ টি বোঞ্চ পদক অর্জন করেন। তিনি ২০০২ সালে রাষ্ট্রীয় ক্রীড়া পদক লাভ করেন।

মিলের উৎপাদন কার্যক্রম সংক্রান্ত ঃ

বিজেএমসি'র মিলগুলিতে যে সকল প্রচলিত পণ্য উৎপাদিত হয় তা হলোঃ হেসিয়ান কাপড়; হেসিয়ান ব্যাগ; ভেজিটেবল ওয়েল ট্রিয়েটিড (VOT) হেসিয়ান কাপড় ও ব্যাগ; স্যাকিং ব্যাগ; ভেজিটেবল ওয়েল ট্রিয়েটিড (VOT) স্যাকিং কাপড় ও ব্যাগ;কার্পেট ব্যাকিং কথ (CBC) ; জিও জুট (নদী ভাঙ্গনরোধে); বিভিন্ন ধরনের সুতলী;ডিডিএফ নামক বিজেএমসির অধীনস্থ একটি মিল বর্তমানে কিছু কিছু অপ্রচলিত পাটপণ্য উৎপাদন শুরু করেছে, এছাড়া বাকী ২টি নন-জুট মিল, বিজেএমসির মিলগুলির জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং ১টি মিল পাট ও প্লাস্টিক মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি তৈরী করে থাকে।

মিলে পাট পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিক

পাটপণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিক

আদমজী কোর্ট (এনেক্স-১), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স ঃ (+ ৮৮০-২) ৯৫৫৮১৮২-৬, ৯৫৫৮১৯২-৬

ফ্যাক্স ঃ (+ ৮৮০-২) ৯৫৬৭৫০৮ (+ ৮৮০-২) ৯৫৬৪৭৪০

ই-মেইল ঃ bjmc.bd@gmail.com ওয়েব সাইট ঃ www.bjmc.gov.bd